R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে মাঘ, ১৪১৭।
৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাল।

নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ শহর এখন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর এখন অপরাধীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির দিকে নজর দিলেই তা বোঝা যায়। পুলিশ ও প্রশাসনের নির্বিকার, নিরুত্তাপ ভূমিকা এদের সাহস যোগাচ্ছে। জঙ্গিপুর পারে – ফাঁড়ির সামনেই রাজেশ জৈনের দোকান ঘর থেকে দুষ্কৃতীরা সর্বস্ব চুরি করে ম্যাটাডোর লোড করে নিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারল না। একই ঘটনা – কিছুদিন আগে মহম্মদপুরের এক মুদিখানা দোকানদারের বাইরের গ্রিল দেওয়া বারান্দা থেকে তালা ভেঙ্গে মোটর বাইক চুরির চেষ্টা বর্থ্য হয়। দুষ্কৃতীরা টাটা সুমোয় চেপে এসেছিল। শুধু তাই নয়, খোদ সি.পি.আই.এম. পার্টি অফিসে চুরি হয়, তারও কোন কিনারা হয়নি। কিনারা হয়নি ওপারের স্কুলে। আজও অপরাধী ধরা পড়ে নি। শহর রঘুনাথগঞ্জে এক বছরে মোটর বাইকে করে সোনার হার ছিনতাই হয়েছে ৪ বার। গর্ভমেন্ট কলোনীতে দিনের বেলা। সন্ধ্যেবেলা গোডাউন যাবার রাস্তার মোড়ে। খোদ ম্যাকেঞ্জিতে এবং বাজার ঢোকার দুর্গামন্দিরের গলিতে। সব ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের সন্ধান পাইনি পুলিশ। (শেষ পাতায়)

শিক্ষক নেতার অসাধুতার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা ঘুরে দাঁড়ালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকদের ইংরেজী বিষয়ের ওপর এক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এস.আই. অব স্কুলস-এর পরিচালনায়। এর ব্যয়ভার বহন করে সর্বশিক্ষা মিশন। এক একটা ইউনিটে ৬৫ জন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেন। তাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য শিক্ষক পিছু ৫৫ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ঐ টাকার খাবার না দেয়ায় রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণরত ৬৫ জন শিক্ষক খাবার গ্রহণ করেননি। অনুসন্ধানে জানা যায়, এ.বি.পি.টি. এর কাউন্সিল সদস্য জনৈক রাধেশ্যাম রায়ের তত্ত্বাবধানে যে টিফিন প্যাকেট সরবরাহ করা হয় তাতে ডাল, ভাত, ডিম-তরকারি ও চাটনী দিয়ে ৪৮ টাকা মাথা পিছু খরচ দেখানো হয়। রাধেশ্যাম রায়ের অসাধুতার প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকজন শিক্ষকের নেতৃত্বে ফাঁসিতলার এক দোকান থেকে ১৩ রকমের মিষ্টি দিয়ে ৫০ টাকার প্যাকেট সরবরাহের ব্যবস্থা হয় পরের দিনগুলোতে। রাধেশ্যাম রায় সম্বন্ধে জানা যায় – তিনি পরপর দু'বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রাইমারী শিক্ষক ইন্টারভিউ বোর্ডেরও একজন তিনি। ডাইং-ইন-হারনেস -এর নিযুক্তির ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট প্রভাব। শুধু তাই নয় রঘুনাথগঞ্জ চক্রের প্রাইমারী স্কুলস স্পোর্টস, নারী দিবস অনুষ্ঠান, শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ স্কুল রদবদল সব কিছুতেই রাধেশ্যামবাবুর লম্বা হাতের কেরামতি থাকে। স্পোর্টসের প্রাইজ বা টিফিন প্যাকেটের পেমেন্ট হয় তাঁর বাড়ী থেকে বলে খবর। রাধেশ্যাম আইলেরউপর প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বসে এতদিন ২৪০ জন ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে মিড-এ মিলের চাল বা অন্যান্য সব কিছু কুক্ষিগত করছিলেন। বর্তমানে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়ায় তার একটা মোটা আয় বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে তিনি নাকি এখন ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে ২০৪ (শেষ পাতায়)

সদ্য ভোটাররা ভুলে ভরা পরিচয়পত্র পেয়ে নিরাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জে ১৮ বছরের ভোটারদের হাতে গত ২৫ জানুয়ারী পরিচয়পত্র তুলে দেন নির্বাচন কমিশনার। এইসব পরিচয়পত্রে এলোপাথারি ভুল ধরা পড়ে। কোথাও বয়সে, কোথাও লিঙ্গে, কোথাও ছবিতে, কোথাও ঠিকানায়। বহু মহিলা পরিচয় পত্রে পুরুষের ছবি। আবার কোথাও উল্টোটা। এই সব ভুলত্রুটি থাকায় নতুন ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসে। অনেকেই সামসেরগঞ্জ নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাদের সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা।

৩৪ বছরের বাম শাসনে দ্বিতীয় বার বন্ধ থাকলো পুরদপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘন্টার মুর্শিদাবাদ বন্‌ধে গত ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ অন্যান্য সরকারী দপ্তরের সঙ্গে বাম শাসিত জঙ্গিপুর পুর দপ্তরও কর্মীরা স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দেন বলে খবর। দীর্ঘ ৩৪ বছরের (শেষ পাতায়)

সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামের প্রীতম বান্ধ্যার সোনার দোকানে গত ৩ ফেব্রুয়ারী রাতে চুরি হয়। দুষ্কৃতিরা দোকান ঘরের জানলার গ্রিল ভেঙে ভেতরে ঢোকে। কালীপুজো উপলক্ষে সারা রাত মাইক বাজায় গ্রিল ভাঙার কোন শব্দ আশপাশের লোকে পাননি বলে জানা যায়। আরো জানা যায়, (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ বুধবার, ১৪১৭

।। রংদারি ।।

শান্তি ক্রেতব্য। অর্থাৎ শান্তি পাইতে হইলে টাকা ঢালিতে হয়। ক্রয় না করিলে, শান্তি অবিক্রীত থাকিলে, কষ্টের শেষ থাকে না। আতঙ্ককে নিত্যসঙ্গী করিতে হয়। আজকাল নানা দলের কল্যাণে 'দাদা' নামধেয় পুঙ্গবদের অভাব মোটেই নাই। বরং শাখাপ্রশাখায় ছড়াইয়া আছে সর্বত্র ; বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অসম যেখানেই হউক না। তাঁহারা প্রচণ্ড দাপট লইয়া জনমনে 'সুনামি'র সঞ্চার করেন। প্রাণের দায়ে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। বাঁচিবার উপায় ঃ 'মেরা মাঙ্গ্ পুরা করো।' যাহা চাহি, তাহা নির্বিবাদে দাও।

দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভাব নাই ; অভাব নাই তৎসংশ্লিষ্ট 'দাদা'-দের। এই 'দাদা'দিগকে চাহিদামত অর্থ প্রদান করিতে হয়। ইহার নাম 'দাদাগিরি'র ট্যাক্স। এই ট্যাক্স দিতে আপত্তি করিলে বা আদৌ না দিলে 'হাপিস' হইতে হয়। যেখানে যে দলের প্রভাব বেশী, সেখানে সেই দলের 'দাদা'-রা সক্রিয়। কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম যাহাই হউক না কেন। নির্বাচন, ভোট প্রভৃতি তাঁহাদের মর্জির উপর চলে। ক্ষেত্রবিশেষে দাদাগিরির নাম 'রংদারি'। শান্তিতে বসবাস করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন শহরের মহল্লায় ধার্য কর দিতে হয়। প্রতিবাদ অচল। প্রাণ চলিয়া যাইবে। ভোট আসন্ন হইলে আতঙ্কের মাত্রা চড়িয়া যায় ; কেননা 'রংদারি'-র পরিমাণ বাড়িয়া যায়। তাহা মানিয়া না লইলে গ্রাম-ছাড়া, পাড়া-ছাড়া হইতে হয়। ফসলের জমি ফসলহীন হয় ; ঘরে তোলা ফসল আগুনে পুড়ে।

'বিচারের প্রাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' দেহ প্রাণহীন হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিলে নর-শকুনদল 'আমার পার্টির' বলিয়া হাঁক-ডাক শুরু করিয়া দেয়, উপযুক্ত স্থানে দরবার করিতে তৎপর হয়। বাঁচা-মরা সব-সমান, কোথাও শান্তি নাই। ইহার উপর আছে বন্ধ এর পালা। আজকাল বন্ধ এর সংখ্যাধিক্য এমন হইয়াছে যে, বিষয়টি দিন দিন গুরুত্ব হারাইতেছে। সুতরাং শান্তি পাইতে হইলে সুনামির আহ্বানই একমাত্র পথ।

নেতাজী ও বর্তমান ভারত

শীলভদ্র সান্যাল

তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত। যেখানে জাত পাতের বালাই থাকবে না, ধর্মে-ধর্মে কোনও হানাহানি থাকবে না। প্রত্যেকে আপন-আপন ধর্মাচরণ করবে, অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করবে না। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীষ্টান, এই পরিচয় বড় না হ'য়ে তাদের একমাত্র পরিচয় হবে, তারা ভারতীয়, ভারতবাসী। যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন তিনি, সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সৈনিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বড় হয়ে ওঠেনি। তারা সবাই ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি যোদ্ধা। সেই ছিল তাদের একমাত্র পরিচয়। তাঁর মনে কখনও কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ঠাঁই পায়নি। কংগ্রেস থাকাকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, আচার্য কৃপালিনী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়েছিল, কিন্তু তিনি কারও প্রতিই শ্রদ্ধা হারাননি, পরন্তু নিজের আদর্শে ছিলেন অবিচল, কোনও অবস্থাতেই কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। অনমনীয় এই ইস্পাত কঠিন মানসিকতার জন্য তাঁকে নিন্দিত হতে হয়েছে, বহু কটাক্ষ ও ব্যঙ্গের স্ফুলিঙ্গ ধেয়ে এসেছে তাঁর দিকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন। নির্মমভাবে উপেক্ষা ক'রে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে। কিন্তু দেশের জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেনি, তাঁর সেই অন্ধকারময়, পথের দিশা হারানো অস্থিরতার দিনগুলিতে দেশবাসী তাঁকে বরণ করে নিয়েছে দেশ-নায়কের পথে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরাবর স্নেহের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, ছিলেন দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তীদেবী ও তৎসহ অসংখ্য গুণগ্রাহীর দল। তাঁর পরম দুর্দিনে এঁরাই ছিলেন তাঁর পরম ভরসা, তাঁর প্রেরণা ও শক্তি। তাকেই স্মরণ করে, এক অভাবিত, দুর্নিবার ও প্রচণ্ড আত্মশক্তির বলে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক কুটিল আবর্ত থেকে ছিটকে বেরলেন তিনি। দুর্ধর্ষ, ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে, এলগিন রোডের নজর বন্দীত্ব মুক্ত করে তিনি নিজেকে যেভাবে সকলের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে, এক অত্যাশ্চর্য নেতৃত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা শুধু ইতিহাস নয়, গল্পকথার মত রোমাঞ্চকর। প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তির ধর্মই এই, তাকে কোনও অবস্থাতেই দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়, সমস্ত রকম বিরুদ্ধ শক্তির চাপকে আগ্রাহ্য ক'রে তা এক সময় বিস্ফারিত হবেই। নেতাজী ছিলেন সেই জাতীয় শক্তির অধিকারী। তাঁর গৃহীত পথ কতটা সঠিক ছিল, তা নিয়ে বহু সমালোচনা ও নিন্দাবাদ হয়েছে, বহু অপমানজনক বিশেষণে তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কালের কলুষ অতিক্রম ক'রে আজ এই সত্য শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর মত দেশপ্রেমিক বিরল। আন্তর্জাতিক মহলে তিনি যেখানে যা কিছু করেছিলেন, সব দেশের স্বার্থে, দেশের মুক্তির স্বার্থে। অথচ, পরিতাপের বিষয়, তাঁর মত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের যোগ্য প্রতিদান আজও আমরা দিতে পারিনি। অন্ধ ভক্তির আতিশয্যে আজও আমরা বিশ্বাস করি, এমন কি প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হই না যে, তিনি জীবিত, তিনি ফিরে আসবেন। আবার কমিশনের পর কমিশন বসিয়ে তাঁর মৃত্যু রহস্যেরও কিনারা হয় না। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত তাঁর চিতাভস্মের ডি.এন.এ পরীক্ষায় বার বার বাধা আসে, দেশে তাঁর চিতাভস্ম আনার ব্যাপারেও প্রবল প্রতিকূলতা। তাঁর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে বিস্তর টালবাহানা ও জল ঘোলা হয়েছে, অথচ প্রকৃত সত্য আজও অনুদ্ঘাটিত, এই অক্ষমতাজনিত লজ্জার দায় আমাদের সকলের। শুধু তাই নয়, তাঁর স্বপ্নের ভারতকে আমরা তিন টুকরো করেছি। স্বাধীনতার এত বছর পরে আজও আমাদের দেশে ভোট হয় জাত পাতের ভিত্তিতে, দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার অশনি সংকেত সন্ত্রাসবাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দেশের সংহতি বিপন্ন, নেতৃবৃন্দের ন্যক্কারজনক দলবাজি, মাফিয়ারাজের সঙ্গে রাজনীতির অশুভ আঁতাত, চতুর্দিকে মূল্যবোধহীনতা ও সার্বিক অবক্ষয়ের ছবি দেখে নেতাজীর কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে। কোনও মন্ত্র বলে আজ যদি তিনি সত্যিই ফিরে আসেন, তবে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো তো আমরা ? যিনি, সব সময় বলতেন, 'বি স্টেডি অ্যাণ্ড অলওয়েজ লুক আপ !'

জনহিতকর প্রয়াস

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ জানুয়ারী ২০১১ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মির্জাপুর রুরাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস্ অ্যাসোসিয়েশন বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, রক্ত গ্রুপ নির্ণয় ও ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ জন দুঃস্থ মানুষকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ দেয়া হয়। এছাড়াও ১৮ বছর উর্দ্ধের প্রায় ৩০০ জনের ব্লাড গ্রুপ করা হয়। সংস্থার সম্পাদক সৈয়দ মেহেবুব আলম (মিঠু) এই আন্তরিক কর্মের পেছনে প্রত্যেকটা সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কথা স্বীকার করেন। সংগঠনের সভাপতি উমাপ্রসাদ ব্যানার্জী আগামী দিনে পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্ত গ্রুপ নির্ণয় এর ভ্রাম্যমান শিবির করার কথাও জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জঙ্গিপুর কলেজ অফ প্যারা মেডিক্যাল স্টাডিজ এণ্ড প্যাথলজি ডিভিশন এর সভাপতি ও প্রিন্সিপ্যাল স্বপন সিংহ রায় (ফিজিওথেরোপিষ্ট)।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বইমেলা ২০১১–ফিরে দেখা প্রসঙ্গে

'জঙ্গিপুর সংবাদ'র ২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা ২০১১। ফিরে দেখা"-র পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্র। জঙ্গিপুরের এবছরের বইমেলা স্মারকগ্রন্থের ['স্মরণীকা' নয়] প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের দুর্লভ দু'খানা চিঠি, কবির কবিতার একটা উদ্ধৃতি এবং জন্ম-মৃত্যুদিবসের উল্লেখে দু'জনের সার্ধশত জন্মবর্ষকে এবছরের স্মারকগ্রন্থের প্রচ্ছদে মুদ্রিত করে রাখার ইচ্ছা থেকেই আমার ঐ পরিকল্পনা – বুদ্ধিমত্তা দেখানোর প্রবৃত্তি আমার ছিল না। 'কোলাজ' রীতিতে পরিকল্পিত প্রচ্ছদের পটভূমিতে লেখকের কথায় "পলাশ রঙ" না থাকলেও ক্ষতি হত না। তবে সবুজ-গেরুয়া বা যে-কোন একটা রঙের প্রয়োজন ছিল। আমি ঐ রঙ ব্যবহার করেছি। মলাটে রবীন্দ্রনাথের [এবং প্রফুল্লচন্দ্রেরও] ছবি এঁকে জনমানসকে আকর্ষণ করার ভাবনা আমার পরিকল্পনায় আদৌ আসেনি। কবিগুরু বা আচার্যদেবের স্বাক্ষর বা তাঁদের উক্তি যাদের আকর্ষণ করে না – শুধু বই-এর মলাটে যারা ছবি আর রঙের বাহার খোঁজে – বইমেলার এবছরের স্মারকগ্রন্থ তাদের জন্য নয়। আরও একটা কথা, লেখক প্রচ্ছদের যে রঙকে "পলাশ রঙ" বলে চিহ্নিত করেছেন – সে রঙ শিমূলফুলের। পলাশ ফুলের রঙ দুরকম হয় ঃ হয় উজ্জ্বল কমলা নয়ত বাসন্তী-হলুদ।

আশিস রায়, রঘুনাথগঞ্জ

বীণাপাণি ও দানাপানী

(দাশরথি রায় মহাশয়ের প্রেরণায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বহুস্থানে খেয়ে পূজা,
বীণাপাণি শ্বেতভূজা,
ফিরিলে আপন মন্দিরে।
বসিল নিয়ে তখনি
কাগজ আর লেখনী
পত্রখানি লেখেন ধীরে ধীরে।
পরম কল্যাণবর,
অস্থির হইয়া বড়,
সেদিন দিয়েছ লজ্জা মোরে।
দারিদ্র্য করিতে অন্ত
কর্‌তে চাও জীবনান্ত
কেন ভ্রান্ত যাবি শুধু ম'রে ?
মনে করিওনা দুঃখ,
সত্য কথা হবে রুক্ষ,
সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখ মনে,
আমি বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী,
নহি বাছা বিত্তদাত্রী,
মাতৃনিন্দা কর কি কারণে ?
দেবদেবী আছে যত,
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে রত,
'ডিপার্টমেণ্ট' ভাগ করা আছে।
লেখাপড়া গীত বাদ্য,
শিখানো আমার সাধ্য,
আর কিছু নাই মোর কাছে।
ধনধান্য চাহে যেবা,
লক্ষ্মীর করুক সেবা,
ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট তার।
সে যদি আদেশ করে।
পৌঁছাইয়া দিবে ঘরে
যক্ষরাজ কুবের পোদ্দার।
আমার ডিপ্লোমা বলে
কোনরূপে দিন চলে
শাক অন্ন হয় কায় ক্লেশে,
যদি বাড়ে পরিবার
খাইবার পরিবার
অবশ্য হইবে কষ্ট শেষে।
আপশোষে কি বা হ'বে
বৌমারে আন যবে
প্রজাপতিদেব করুণায়,
ডিপ্লোমার জোরে মোর,
কত টাকা পিতা তোর
নিয়েছিল বধিয়া বেয়ায়।
সে টাকার সুদ ধর –
বেতনটী যোগ কর,
কম টাকা হবে না তাহাতে।
তা' না ক'রে টাকাগুলি,
উড়াইলে যেন ধূলি,
প্রসেশনে আর বৌভাতে।
পরের চোকের জল,
ফেলার ফলিল ফল,
থাকিল না বেটা বেচা টাকা।
অন্য লোকে দুখ দিয়ে
ফাটাইয়া তার হিয়ে
দেখেছ কি কারো সুখে থাকা ?
জোটায়ে আমি তোমায়,
দিই নাই বৌমায়,
ঘটন ঘটালে প্রজাপতি।
কাচ্চাবাচ্চা একপাল,
জুটাইল যে জঞ্জাল,
ষষ্ঠীদেবী দিল এ দুর্গতি।
ভোগ ও বিলাস আদি,
সেগুলিতো কৃতব্যাধি,
গতানুগতিক হয়ে নিলে,
চা চুরুট আদি কত
ফ্যাসান শিখিয়া যত
ডুবে মর স্বখাদ সলিলে।
আর দেখ চার যুগে,
মোর ভক্তগণ ভুগে,
দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু তার।
বেদব্যাস কালিদাস,
কাশীরাম কৃত্তিবাস,
সুখে দিন চলেছে কাহার ?
দরিদ্র মাইকেল মধু,
কষ্টে দিন কাটি শুধু,
তনুত্যাগ করে হাসপাতালে।
পুত্র মোর হেমচন্দ্র
সেও হ'য়েছিল অন্ধ
সুখ পেয়েছিল কোন্ কালে ?
সুকবি রজনীকান্ত
তাহার হলো দেহান্ত
মেডিক্যাল কলেজ কটেজে,
আমার সেবক যারা,
অভাবে ভুগিছে তারা,
আমারই অদৃষ্ট বাপ সে যে।
যদি বল – বিশ্বকবি,
ধনী যে কবীন্দ্র রবি,
জন্মেছে সে ধনীর প্রাসাদে।
যদি বল এই ছেলে,
নোবেল প্রাইজ পেলে,
জান বাপ জলে জল বাঁধে।
আর দেখাইবে যাহা
নির্ম্মল, নরেন লাহা,
মোর কিছু নাই তাতে হাত।
তাদের ভাগ্যের গুণ
লইয়া 'সিলভার স্পুন'
জন্মিয়া পেয়েছে দুধ ভাত।
বড় চাকরী করে যারা
যদি বল সুখী তারা
মিছে কথা, এটা তোর ভুল।
পরের গোলামী করা,
জেনো তারা জ্যান্তে মড়া,
সকলেই তোর সমতুল।
পরের পয়জার নিয়ে
স্বাধীনতা বিকাইয়ে,
সুখে কভু থাকা কিরে যায় ?
আজ দিলে রংপুরে,
কাল এলো ঢাকা ঘুরে,
পরশু পাঠালো খুলনায়।
কাহারে সুখী বলিস্
সকলে ঊনিশ বিশ,
এক ক্ষুরে মাথা সব মোড়া।
কৈফিয়ৎ আছে যার
কোন্ খানে সুখ তার,
কেহা গাধা কেহ না হয় ঘোড়া।
টাকায় হইলে সুখ
অনেকের যেতো দুখ
সুখ কিরে বাজারে বিকায়।
সন্তোষ থাকিলে মনে,
সুখ পায় দীন জনে,
রাজার প্রাসাদে যাহা নাই।
দেখরে উদাহরণ
শিবের ক্ষুধা হরণ
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয়ে যায়,
অন্নপূর্ণা তার ঘরে
অন্ন দেয় ক্ষুধাতুরে
ইন্দ্রালয়ে অন্ন দান নাই।

(প্রকাশকাল – ১৩৩১)

পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাচ্ছে

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য এবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডসহ একগুচ্ছ কল্যাণ প্রকল্পের পর এবার অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প চালু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
চলতি বছরে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পাবেন প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক।
অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রকল্পে টানা ২৪ মাস যুক্ত থাকলেই স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

* সরকারী হাসপাতালে কমকরে পাঁচ দিন ভর্তি থাকলেই পাবেন ১০০০ টাকা। তারপর দিনপিছু ১০০ টাকা। মাথাপিছু বছরে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পাওয়া যাবে।
* ওষুধ কেনার টাকা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচও রাজ্য সরকার দেবে আলাদাভাবে।

অবশ্য যাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার অন্তর্ভুক্ত এবং বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক আইনে উপকৃত তাঁরা এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পাবেন না।

বিশদ জানতে খোঁজ নিন –
পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ
নবমহাকরণ ভবন (সপ্তম তল)
১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা – ৭০০০০১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আপনার সরকার আপনার পাশে
স্মারক নং ১৩১ (৩০) তথ্য / মুর্শিঃ তাং ২-২-১১

জঙ্গিপুর আরবান ভবনের শিলান্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ-এর নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস করলেন গত ৩১ জানুয়ারী আরবানের জঙ্গিপুরের সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরের তিন কাঠা জায়গার উপর চারতলা বিল্ডিং নির্মাণের কথা জানালেন স্থানীয় শাখা প্রবন্ধক শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

শিক্ষক নেতার অসাধুতার প্রতিবাদে (১ম পাতার পর)

দেখাচ্ছেন। সব ক্ষেত্রেই আয়ের রাস্তা প্রসারিত রেখেছেন ঘনশ্যামবাবু। রঘুনাথগঞ্জ চক্রের এস.আই. অব স্কুলস থেকে শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি সকলের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন এই ঘনশ্যাম।

৩৪ বছরের বাম শাসনে দ্বিতীয় বার বন্ধ (১ম পাতার পর)

বাম জমানায় পুর দপ্তরে এটা নাকি দ্বিতীয় বারের ঘটনা। পূর্বতন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর সময় বহু চেষ্টাতেও কংগ্রেসীরা পুর দপ্তর বন্ধ করতে পারেনি। এবার পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে তার ব্যতিক্রম ঘটায়।

সোনার দোকানে চুরি (১ম পাতার পর)

দোকান মালিক প্রতিদিনের মতো সে দিনও সোনার যাবতীয় গয়না বাড়ী নিয়ে চলে যান। তাই দুষ্কৃতীদের ভাগ্যে সিটি গোল্ডের গয়না ছাড়া কিছু জোটে নি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২০১১ – ২০১২ সালে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০১১-২০১২ সালের আর্থিক বর্ষের বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের দিনগুলিতে দুপুর (১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) জেলা ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। এই আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে উক্ত দপ্তরেই আগামী ১৫-০৩-২০১১ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

পত্রিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী বিগত বৎসরের ন্যূনতম সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ কার্য্যালয়ে জমা না করলে ফর্ম সরবরাহ করা হবে না। আবেদনকারীদের আর এন আই অনুমোদনের জেরক্স কপি ও বিগত বৎসরের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৭৮(২২) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-২০-১-১১

রঘুনাথগঞ্জ শহর এখন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য (১ম পাতার পর)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সামনে এক বৃদ্ধের ৮৫ হাজার টাকা ও স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে আর এক ব্যক্তির ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা মোটর বাইকে। মিয়াপুরে দিনের বেলা ফাঁকা বাড়ীতে একা যুবতীর মুখ চেপে বাড়ীর পাশের নির্জন জায়গায় ধর্ষণ করল। আসামীর খোঁজ আজও করতে পারেনি পুলিশ। খোদ রঘুনাথগঞ্জ শহরে কংগ্রেস নেতা বিকাশ নন্দের সব খোয়া গেলেও উদ্ধার হয়নি কিছুই, কেসেরও কোন কিনারা হয়নি। একই কায়দায় ইন্দিরাপল্লীতে তাপস ঘোষের বাড়ীতে চুরি যায় সবকিছু। কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এছাড়া শহরে আইন শৃঙ্খলা দেখার কোন তৎপরতা প্রশাসনের নেই। 'লাদেন' নামে কালো ধোঁয়া ছড়ানো দূষণযুক্ত ভ্যান শহরে ঢুকছে। না আছে গাড়ীর নম্বর না আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স, না পলিউশন সার্টিফিকেট। কে, কোথা থেকে আসছে কি করছে কোন খবরই আর পুলিশ রাখে না। ট্রাফিক রুলস বলে কিছু নেই ফুলতলায় গেলেই সেটা বোঝা যাবে। রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের আশেপাশে রাজমিস্ত্রির ছেলেরা মেয়ে ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে। স্কুল কর্তৃপক্ষেরও কোন ভূমিকা নেই ; পুলিশেরও কোন গরজ নেই। নির্জন চরে চলছে ক্লাস এইটের - নাইনের মেয়েদের নগ্ন ছবি তোলার আয়োজন। সেবাশিবির সংলগ্ন অধিবাসীদের অনেকেরই অভিযোগ - স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ফল পাইনি।

শহর ও শহর সংলগ্ন হোটেলগুলি এখন আশে পাশের গ্রামের মেয়েদের দেহ বিক্রির আখড়া। পুলিশ মাসোহারায় চুপ। অফিস, কাছারী সর্বত্রই নিশ্চুপ শান্তিপূর্ণ ঘুষ আর অপরাধীদের সহবস্থান। পুলিশের একাংশের বক্তব্য, "কি করবো, বড় মাছ, ছোট মাছ খাচ্ছে। কেসের চার্জশিট পিছু কর্তাদের পয়সা দিতে হয়।" এ শহরে এখন অন্য জায়গা থেকে আসা অপরাধীদের তামাটে মুখের নতুন ভিড়। পুলিশ কি এখনও ঘুমাবে ? উগ্রপন্থী ধরা পড়েছিল, তাও স্থানীয় কর্তারা জানতেন না। নিরাপত্তা ও শান্তির স্বার্থে আশে-পাশের গ্রাম থেকে লোক এসে শহরে বাড়ী করে। তাই শহরের জায়গার দাম আকাশচুম্বী। ~~আজ আর পাড়াপ্রতিবেশীর +~~ আজ আর পাড়াপ্রতিবেশীর জোটবদ্ধ প্রতিবাদ নেই। ভ্যান, রিক্সা, বহিরাগত প্রত্যেকেরই দাপট এখন আকাশচুম্বী। মোটর বাইক ছিনতাই এর পাণ্ডা নার্সিং হোমের মালিক ডালিম সেখ ও শহরের তার এক হিন্দু উপদেষ্টা, নেতা, নেত্রী জনা কয়েক থানা ঘেষা লোক ব্যতীত আমজনতার নিরাপত্তা আজ এ শহরে তলানীতে।

রাতে আগে পুলিশ টহল ছিল শহরে। আজ টহলের নামে ন্যাশানাল হাইওয়েতে টাকা তোলা ছাড়া নতুন আর কি ?

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।